Paper - VIII
Sem - 4

The English Revolution: Major issues Political Intellectual Issues

একাদশ অধ্যায়

ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ : ইউরোপের নিরঙ্কুশ রাজশক্তির প্রথম সংকটের মুহূর্ত

১১.১.১ ইতিহাসের আলোকে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ

সামাজিক প্রেক্ষাপট

সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক ধরনের দ্বিমাত্রিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল। ইউরোপীয় ধর্মসংস্কারের প্রেক্ষিতে যে নিরঙ্কুশ আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের উত্থান আমরা লক্ষ করি প্রায় ইউরোপের সর্বত্র, সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর প্রথম আঘাত আসে ইংল্যান্ডে, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি, গৃহযুদ্ধের কালে। সনাতন ইতিহাস চিন্তায় যে রাষ্ট্রবিপ্লবকে গৃহযুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেই নামাঙ্কন নতুন গবেষণার আলোয় আর গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা রাজা প্রথম চার্লস ও পার্লামেন্টের এই নাটকীয় সংঘাতকে ইংল্যান্ডের বিপ্লব বলে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যাকে আমরা রাষ্ট্র ও রাজনীতির সামাজিক ইতিহাস বলি, তার প্রেক্ষিতে কি ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল প্রায় এক শতক ধরে, কিভাবে প্রথম চার্লসের হত্যা দিয়ে যে নাটকীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত, শতাব্দীর প্রায় শেষে এসে শাসনতান্ত্রিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটছে—এই বিবিধ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে অনেকে সপ্তদশ শতকে একটা সর্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় সংকট-এর কথা বলেছেন। এই সংকটের উৎস ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে রূপান্তর, সামন্তশ্রেণির দুর্বলতা ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উত্থান, যার ভিত্তিতে এঙ্গেলস প্রথম একে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার স্পৃহা প্রতিরোধের মাধ্যমে। সংঘাত যত ঘনীভূত হয়েছে, রাজশক্তি পিছু হটেছে। শেষ অবধি প্রথম চার্লসের হত্যার পর ইংল্যান্ডে কিছুদিন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটলেও সে তার পুরোনো ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে পায়নি, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সময় ইংল্যান্ডের রাজশক্তি এই প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে, ইউরোপের অন্যত্র নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তির ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এই প্রতিরোধ ঘনীভূত হতে সময় লেগেছিল আরো প্রায় এক শতক। যে অর্থে আমরা ইউরোপের ইতিহাসের 'স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সংকট'-এর নানা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অভিব্যক্তি দেখতে পাই বিপ্লব পর্যায়ে, তার প্রাথমিক পর্যায় হল সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সংকট।

সপ্তদশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় মুহূর্ত হল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ। কেউ বলেন ইংল্যান্ডের বিপ্লব বা পিউরিটান বিপ্লব, কারো মতে এই ঘটনা হল রাজমোহ। এই বিপ্লব বা বিদ্রোহের উৎস কী, তা নিয়েও অনেক মতভেদ আছে। গৃহযুদ্ধের প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি তাঁর জীবনে এই ঘটনাকে নিয়ে লেখেছিলেন, সেই Earl of Clarendon লিখছেন যে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বেই এই রাজা-প্রজার সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক জেম্‌স হ্যারিংটন (James Harrington) যেভাবে রানি এলিজাবেথের আমল থেকে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণ খুঁজেছেন, ক্লারেন্ডন তা মানেননি। হ্যারিংটন বলতে চেয়েছেন যে টিউডর রাজত্বের শুরু থেকে ভূসম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ প্রাচীন অভিজাত শ্রেণির হাত থেকে এক নতুন জমিদার শ্রেণির হাতে চলে যায়। এই প্রাচীন ভূস্বামী শ্রেণিই ছিল রাজশক্তির প্রধান স্তম্ভ। তাঁরা নিঃস্ব ও দুর্বল হয়ে পড়লে রাজার শক্তিহানি অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিভাবে অভিজাত শ্রেণি রাজ্যের ভূসম্পত্তিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল, তা নিয়েও হ্যারিংটন-এর বিশ্লেষণে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হ্যারিংটন বলেছেন যে নানাভাবে ভূসম্পত্তি এমন একটি নতুন জমিদার শ্রেণির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল, যাঁদের মন ছিল বাণিজ্যিক। আদতে তাঁরা ছিলেন Lesser People। টিউডর রাজাদের অনুগ্রহে তাঁরা অনেক জমি পেয়েছিলেন। টিউডর রাজারা অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য এই নতুন জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এঁরা কালক্রমে কৃষিজমিকে মেষপালনের জন্য ব্যবহার করে পশম তৈরিতে মনোযোগ দেন আর পশমবস্ত্র ছিল ইংল্যান্ডের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ফলে এঁরা এতই অর্থশালী হয়ে ওঠেন যে ইংল্যান্ডের গ্রামীণ সমাজে এঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়ছিল। সপ্তদশ শতকে পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রথম চার্লসের সংঘাত বাঁধে। এই নতুন জমিদার শ্রেণি ছিল রাজদ্রোহীদের সহযোগী। এদের আর্থিক আনুকূল্যে রাজদ্রোহীরা এতটাই সামরিক শক্তি অর্জন করেছিল যে তার ফলে রাজশক্তি শেষ অবধি পরাস্ত হয়।

হ্যারিংটন-এর আলোচনায় গৃহযুদ্ধকে একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়। এই বিশ্লেষণ একটি সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যে বিপ্লবের সূত্র ধরে বণিকরূপী জমিদার শ্রেণি তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছে। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে Richard Tawney, Lawrence Stone এবং তাঁদের অসংখ্য অনুগামীরা গৃহযুদ্ধকে একটি সামাজিক বিপ্লব হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ক্লারেন্ডন বলেছিলেন যে রাজা-প্রজার এই সংঘাত এড়ানো যেত, যদি রাজার সভাসদেরা তাঁকে ভুল পথে পরিচালনা না করতেন। সভাসদদের ভুল পরামর্শের জন্যই পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রক এই নতুন জমিদার বা Gentry-দের সঙ্গে এই সংঘর্ষ বেঁধেছিল। এর বিপরীতে আছে হ্যারিংটন-এর তত্ত্ব, যেখানে এই সংঘাত কতকগুলি

ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ : ইউরোপের নিরঙ্কুশ রাজশক্তির প্রথম সংকটের মুহূর্ত ৩৩৭

সামাজিক কারণে ছিল অবশ্যম্ভাবী। টনি যখন ষোড়শ শতকের Gentry-দের নিয়ে আলোচনা করছেন, সেখানেও তিনি অনেকটাই হ্যারিংটন-কে অনুসরণ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহযুদ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠিত অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে Gentry-দের সংঘর্ষ। আর্থিক ক্ষমতায় বলীয়ান Gentry-রা তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থে যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছে, তখন এই শ্রেণি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। টনি দেখাচ্ছেন কীভাবে এই প্রতিবাদী ভূস্বামী শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল ইংল্যান্ডের সমাজে ষোড়শ শতক জুড়ে। সপ্তদশ শতকে তাঁরা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। পার্লামেন্টে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যদিকে লরেন্স স্টোন দেখিয়েছেন কীভাবে সনাতন অভিজাতকুলের অর্থবল ও সমরবল উভয়ই হ্রাস পাচ্ছিল।

১৯৬০-এর দশকে Christopher Hill বা Eric Hobsbawm-এর মতন মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা এঙ্গেলসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক সংকটকে পৃথিবীর প্রথম 'বুর্জোয়া বিপ্লব' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। টনি-র বর্ণনায় আমরা যে Gentry-দের দেখি, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা ছিলেন বুর্জোয়া জমিদার। ১৬৪০ সালে পার্লামেন্টের রাজদ্রোহিতার মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থ হল পুরোনো সামন্তশ্রেণিকে উৎখাত করে একটি নতুন বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির প্রতিষ্ঠা, যাদের প্রতিপত্তির উৎস ছিল বাণিজ্যিক কৃষি, যাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সহযোগী ছিল লন্ডনের বণিকশ্রেণি। তাই হব্‌সবম-এর চোখে ইংল্যান্ডের এই 'বিপ্লব' প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবে সপ্তদশ শতকের ইউরোপের একটি নির্ণায়ক ঘটনা। হব্‌সবম অবশ্য ইংল্যান্ডের এই রাষ্ট্রসংকটকে সপ্তদশ শতকের ইউরোপের একটি সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় সংকট হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইউরোপের সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের বিপ্লবের একটি বিশেষ জায়গা আছে। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের অন্তরালের সামাজিক সংঘাত। হিল-এর মতে, এই ঘটনার সূত্র ধরে পুরোনো সামন্তবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে একটি নতুন বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। হিল যখন ইংল্যান্ডের বিপ্লবকে Puritan বিপ্লব বলেছেন, তখন পিউরিটানবাদের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সামাজিক ভাবনার যে একটা সম্পর্ক ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

গৃহযুদ্ধের এই মার্কসবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে উনিশ শতকের Whig বা উদারপন্থী ইতিহাসচর্চার কিছু মিল আছে। Whig ইতিহাস ভাবনায় গৃহযুদ্ধ ছিল সংসদীয় রাজতন্ত্রের দিকে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ফলে সপ্তদশ শতকের শেষে রাজশক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধি সভার আধিপত্য স্বীকার করে নেয়, যাকে আমরা 'নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' বলি। সেইদিকে ছিল গৃহযুদ্ধের অভিমুখ। উদারপন্থী বিশ্লেষণে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দেখানো হয়েছিল, এই নতুন সংসদীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারক হিসেবে তাঁরাই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হলেন নবউত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণি।

Scanned with CamScanner

গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে এই বৈপ্লবিক বিশ্লেষণের প্রাধান্য সত্ত্বেও কোনো কোনো ঐতিহাসিক ক্ল্যারেন্ডন-এর তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। টনি-র সামাজিক বিশ্লেষণকে সমালোচনা করে Hugh Trevor Roper লিখেছিলেন যে সপ্তদশ শতকে যদি কোনো সংকট ঘটে থাকে, তার উৎস কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল না। এই ঘটনা ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক সংকট। আর এই রাজনৈতিক সংকটের কেন্দ্রে ছিল রাজশক্তি এবং সমাজের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হল রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপ, যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের তাড়নায় রাজশক্তি যত রাজস্ব বাড়িয়েছে, সংঘাতের ক্ষেত্রগুলি তত বিস্তৃত হয়েছে। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে ট্রেভর রোপার দেখেছেন রাজসভা ও দেশের সংঘাত। (Court এবং Country) চার্লসের রাজসভায় অভিজাতদের সঙ্গে এই নতুন জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যাঁরা রাজার অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন রাজার সঙ্গে। যাঁরা রাজার অর্থগৃধ্নুতার শিকার হয়েছিলেন, তিনি যে কোনো শ্রেণির মানুষই হোক না কেন, তাঁরা ছিলেন রাজার বিরোধী। রাজদ্রোহীদের দলে অনেক অভিজাত শ্রেণির মানুষও ছিলেন। অন্যদিকে নতুন জমিদারদের অনেকেই ছিলেন ঘোর রাজভক্ত। এই রাজা-প্রজার দ্বন্দ্বে ট্রেভর রোপার শ্রেণিসংঘাতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা দেখেননি।

১১.১.২ *গৃহযুদ্ধের পটভূমি ও সামাজিক চরিত্র*

গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের এই বৈচিত্র্যে আমরা আবার ফিরে আসব। তার আগে সপ্তদশ শতকের সংকটের প্রস্তুতি পর্বের দিকে একটু তাকানো যাক। ঐতিহাসিকদের অনেকেই ১৬৪০-এর প্রায় একশ বছর আগে থেকেই সংকটের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। অষ্টম হেনরি জীবনের শেষ দিকে যেরকম খামখেয়ালি হয়ে উঠেছিলেন, তার ফলে টিউডর রাজতন্ত্রের ইংল্যান্ডের সমাজে যে জনসমর্থন ছিল, তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হেনরির সঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রোটেস্টান্টদের বিরোধ বেঁধেছিল। টমাস ক্রমওয়েলের মতো একজন দক্ষ প্রশাসককে পদচ্যুত করার ফলে রাজার সভাসদেরা দুটি যুযুধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। হেনরির পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে অভিজাতদের এই গোষ্ঠীগুলি রাজ্যে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হয়। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড বেশিদিন বাঁচেননি। এর পরে শুরু হল হেনরির প্রথমা কন্যা মেরী-র রাজত্ব। এডওয়ার্ডের সময় প্রথমে শাসনভার ছিল Duke of Somerset-এর হাতে ; পরে তা Northumberland-এর Duke John Dudley-র হাতে চলে যায়। মেরী রানি হলে তিনি ডাডলি-র প্রতিপক্ষদের সহায়তার ওপর নির্ভর করে তাঁর রাজত্ব সুদৃঢ় করতে চান। মেরির রাজত্বকাল নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এ সময়ে ইংল্যান্ডের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল ধর্মীয় সমস্যা। স্কটল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থাও খারাপ হয়েছিল। তিনি প্রোটেস্টান্ট বিরোধী ছিলেন এবং রোমান ক্যাথলিক মতকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান। বেশ কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী মানুষকে হত্যাও করেন। ক্যাথলিক হ্যাপস্‌বার্গদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার তাগিদে

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

তিনি স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে বিবাহ করেন। এই অবস্থায় ১৫৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু ইংল্যান্ডকে এক সংকট থেকে বাঁচিয়েছিল। মেরির উত্তরসূরি হলেন রানি এলিজাবেথ। অ্যানি বোলিনের (Anne Boleyn) মেয়ে এলিজাবেথ স্বভাবতই রোমান ক্যাথলিক মতের বিরোধী ছিলেন, এবং এলিজাবেথের আমলে যে ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল তাতে ইংল্যান্ডের প্রোটেস্টান্টপন্থীদের আনন্দিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। যদিও এলিজাবেথীয় Anglican-বাদ একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তথাপি এলিজাবেথের ধর্মব্যবস্থায় রোমান ক্যাথলিক আচার-অনুষ্ঠান অনেকটাই বর্জন করা হয়েছিল।

তবে তাঁর রাজত্বেই ভবিষ্যতের সংঘাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজশক্তি ও পার্লামেন্টের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে আমরা গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাষ দেখতে পাই। এলিজাবেথ তাঁর রাজ্যকালের শুরুতে পার্লামেন্টের নিঃশর্ত সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কিছু রাজভক্ত ভূস্বামী, অনুগত প্রশাসক এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজকদের নিয়ে তিনি তাঁর শাসনের ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন। পার্লামেন্টের অকুণ্ঠ সহযোগিতা তাঁকে সুরক্ষিত করেছিল, যদিও রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল Privy Council। প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে রাজসভার গুরুত্বও বেড়েছিল। এত কিছু সত্ত্বেও এলিজাবেথের রাজত্বে অনেকগুলি সমস্যার কোনো সমাধান করা হয়নি। ধরা যাক তাঁর ধর্মব্যবস্থা। ক্যাথলিকরা ভেবেছিলেন তিনি প্রোটেস্টান্ট, আর প্রোটেস্টান্টরা ভেবেছেন তাঁর ক্যাথলিক মতের প্রতি একটি গোপন অনুরাগ রয়েছে। কিন্তু যারা উগ্র প্রোটেস্টান্টপন্থী, তাঁরা এই Anglican মধ্যপন্থাকে মানতে পারেননি। এঁদের অনেকেই ছিলেন ক্যালভিন-এর অনুগামী এবং এক আচার-বর্জিত ধর্মের অনুরাগী বলে তাঁদের বলা হয়েছে শুদ্ধবাদী বা পিউরিটান। এলিজাবেথের রাজত্বকালের শেষ দিকে এই পিউরিটান-রা পার্লামেন্টে যথেষ্ট গোলমাল শুরু করে।

পার্লামেন্টে পিউরিটানপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে রাষ্ট্রীয় সংঘাতকে আরও ব্যাপকতর করেছিল। ১৬০৩ সালে যখন স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রথম রাজা প্রথম জেমস সিংহাসনে বসেন, স্পেনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ তখন ইংল্যান্ডের রাজকোষকে শূন্য করে দিয়েছিল। ১৫৯০-এর দশকে নানা দিকে ইংল্যান্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাজকোষের ঘাটতি পূরণের জন্য এলিজাবেথকে নানা ধরনের কর বসাতে হয়েছিল। বেশ কয়েকবছর ধরে অজন্মা হওয়ার ফলে ১৫৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। এই পটভূমিতে জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। জেমসের রাজত্বে পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর যেভাবে সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতের সংঘাতের পূর্বাভাষ দেখেছেন। কিন্তু সত্যিই পার্লামেন্ট জেমসকে কতটা সমস্যা দিয়েছিল, তা নিয়ে সংশয় আছে। পার্লামেন্টের পিউরিটানবাদীদের সঙ্গে তাঁর কোনো ধর্মীয় বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। তিনি নিজে একজন ক্যালভিনপন্থী ছিলেন এবং সে সুযোগে প্রোটেস্টান্ট মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। অনেকে বলেন পার্লামেন্টকে অবজ্ঞা করে তিনি কিছু অনুগ্রাহী সভাসদদের নিয়ে রাজত্ব

Scanned with CamScanner

চালাতেন। এ ব্যাপারে এলিজাবেথ এবং জেমসের মধ্যে বিশেষ কোনো ফারাক ছিল না। সব রাজাই তাঁর অনুগামী সভাসদদের নানাভাবে অনুগ্রহ দেখাতেন। আসলে চার্লসের সময়ে কতকগুলি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টের সঙ্গে ঝগড়াটা বেঁধেছিল। তবে এলিজাবেথ বা জেমস যেভাবে পার্লামেন্টকে 'manage' করেছিলেন, চার্লস সেটা পারেননি। তবে সংঘাত যখন বেঁধেছে তখন সেই সংঘর্ষের পরিবেশে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব ইংল্যান্ডকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেভাবে পার্লামেন্ট নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল, তার থেকে এমনটা ভাবা হয়তো ঠিক নয় যে এর প্রায় একশ বছর আগে থেকেই ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পার্লামেন্টের উত্থান শুরু হয়েছে এবং ফলে চার্লসের সময় যখন সরাসরি সংঘাত বেঁধেছে তখন পার্লামেন্ট ছিল অপ্রতিরোধ্য। একটি বহুপ্রচলিত মত আছে যে গৃহযুদ্ধের প্রায় একশ বছর আগে থেকে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব যেভাবে বাড়ছিল, তার ফলে ১৬৪০-এ চার্লসের শাসনে রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করা পার্লামেন্টের কাছে সহজ হয়েছিল। রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে এই যে বিবদমান অবস্থা এবং পার্লামেন্টের এই যে ক্রমবর্ধমান প্রতাপের ছবিটা আমরা পাই, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইদানীংকালে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। রাজা হিসেবে প্রথম জেমসের নানা গুণ ছিল। ১৬০৩ সালে তার সিংহাসনে আরোহণ ইংল্যান্ডের প্রজারা সানন্দে গ্রহণ করেছিল। এর আগে স্কটল্যান্ডের রাজা হিসেবে তাঁর সাফল্য সকলেই স্বীকার করেছেন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে যে প্রচলিত মত আছে, সে সম্পর্কেও ইদানীংকালে প্রশ্ন উঠেছে। স্যামুয়েল গার্ডিনারের লেখা থেকে আমরা যে মতটা পাই, তা হল নানা কারণে প্রথম জেমস পার্লামেন্টের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কনরাড রাসেলের মতন কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রচলিত ইতিহাসচর্চায় রাজা ও পার্লামেন্টের এই সংঘর্ষকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। জেমসের রাজত্বকালকে গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাষ হিসেবে দেখলে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে এমনটা ঘটেছিল কিনা, তা নিয়েই বিতর্ক। রাসেল বলছেন যে সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজসভা এবং সভাসদদের অনেক বেশি প্রতাপশালী অবস্থান ছিল। রাজকীয় সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হত হয় রাজসভায় কিংবা প্রিভি কাউন্সিলে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক জীবন পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। অনেকে বলেন যে জেমসের রাজ্যকাল থেকে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক জীবনে House of Commons বা জনপ্রতিনিধিসভায় একটি বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠির উত্থান ঘটে, যাকে অনেকে Revolutionary Party বা বৈপ্লবিক দল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এদের রাজবিরোধিতা কতটা প্রাত্যহিক ছিল, তা নিয়ে সংশয় আছে। এরা কতটা সংঘবদ্ধ ছিল, তাও স্পষ্ট করে বলা যায় না। এদের মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্য থাকলেও অনেক সময় বিশেষ কোনো রাজনৈতিক প্রশ্নে তাদের মতবিরোধও স্পষ্ট হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায় যে জেমসের বিরোধী এই সংসদীয় গোষ্ঠী ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে একটি সংঘবদ্ধ দল হিসেবে

নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পার্লামেন্টের সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নগুলি অনেক সময়েই অভিজাত শ্রেণির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। রাজার বিরোধীদের মধ্যে যেমন অভিজাত শ্রেণির মানুষ ছিলেন, তেমনি এই বিবদমান গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তথাকথিত বৈপ্লবিক মতাবলম্বী সাংসদেরাও যুক্ত ছিলেন। জেমসের রাজত্বকালে পার্লামেন্ট সেই অর্থে কোনো স্থায়ী বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি। মাঝে মাঝে যে বিরোধ ঘটেছে, তার ভিত্তিতে একটা ক্রমবর্ধমান সাংবিধানিক সংকটের প্রতিচ্ছবি খোঁজার চেষ্টা হয়ত ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে রাজশক্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতার স্পৃহা এবং এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে দৈব নির্দেশিত বলে সুরক্ষিত করার চেষ্টা পার্লামেন্টের সদস্যদের অনেকের কাছেই অভিপ্রেত ছিল না। ধ্রুপদী রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিদগ্ধ মানুষের যে পরিচিতি ছিল, তার ফলে পার্লামেন্টের সদস্যদের অনেকেরই প্রজাতান্ত্রিক মতবাদ সম্পর্কে অনুরাগ ছিল। সে সময়ের সাংবিধানিক মতাদর্শের আলোচনায় আমরা এর প্রতিচ্ছবি পাই। রাজশক্তির পাশাপাশি প্রতিনিধিসভার অস্তিত্বকেও সুরক্ষিত করার এক আদর্শগত প্রেরণা সে সময়ের সংসদীয় রাজনীতিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই মতাদর্শের প্রেরণা কতটা সাংবিধানিক সংকটের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল জেমসের রাজত্বকালে, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

এই অবস্থা নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায়, যখন জেমসের উত্তরসূরি চার্লস সিংহাসনে বসেন। প্রথম চার্লসের শাসনের প্রথম পর্যায়ে রাজশক্তির সমস্যা বাড়িয়েছিল রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি হলেন বাকিংহামের ডিউক (Duke of Buckingham)। জেমসের রাজত্বের শেষকাল থেকেই ইংল্যান্ডের রাজসভায় তাঁর প্রতিপত্তি বাড়তে শুরু করে। সবরকমের রাজপদের নিয়োগ বাকিংহামের ডিউক নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলে সাংসদ এবং সভাসদ—উভয়ের মধ্যেই কিছু গোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। Trevor-Roper এদের বলছেন 'OUTS', যাঁরা রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত এবং সে কারণেই রাজবিরোধী। এঁদের প্রতিপক্ষ হলেন 'INS', যাঁরা রাজার কাছাকাছি থাকার ফলে নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করেছেন। ট্রেভর রোপার এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই গৃহযুদ্ধের একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু এই সীমিত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বাইরে রাজনীতির একটা বড় ক্ষেত্র ছিল, যেখানে ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা এক ধরনের মতাদর্শগত সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। এই সংঘাতের প্রথম বিষয়বস্তু হল চার্লসের ধর্মমত। চার্লস এমন একটি মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন, যাকে বলা হয় 'arimianism'। এ হল এমন এক ধরনের প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত, যেখানে ক্যাথলিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে এলিজাবেথের ধর্মব্যবস্থা থেকে এই বিচ্যুতি ছিল পেছনের দরজা দিয়ে ক্যাথলিক মতকে আবার ঢোকানোর চেষ্টা। রাজা এবং তাঁর অনুগৃহীত সভাসদদের এখানে একটা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল বলে অনেকের মনেই সন্দেহ হয়েছিল। পার্লামেন্টের সদস্যদের অনেকেই ছিলেন উগ্র প্রোটেস্টান্ট মতের

Scanned with CamScanner

অনুরাগী, যাদের আমরা পিউরিটান বলে জানি। তাঁদের কাছে ইংল্যান্ডের ধর্মব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানো—এই চেষ্টা ছিল একান্ত অবাঞ্ছিত।

রাজা এবং পার্লামেন্টের সংঘর্ষে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল চার্লসের পররাষ্ট্রনীতি এবং নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ। ১৬১৮ সালে শুরু হয় ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, যে সময়ে অনেকেই চেয়েছিলেন ইংল্যান্ড প্রথম জেমসের জামাই প্যালাটিনেটের শাসক পঞ্চম ফ্রেডারিককে সমর্থন করুক। ইংল্যান্ডের সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটুক প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের স্বার্থে। কিন্তু জেমস এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি। তাঁর মৃত্যুর পর বাকিংহাম যুদ্ধে যোগ দিলে ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ জীবনে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ নানা অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ মানুষ অত্যধিক করভারে জর্জরিত হয় এবং সবকিছুর জন্য লোকে বাকিংহামকে দায়ী করে। ১৬২৮-এ বাকিংহাম নিহত হওয়ার পরেও রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের যুদ্ধ-বিগ্রহ জনিত আর্থিক নীতির কারণে বিরোধ বেঁধেছিল। ১৬২৯ সালে এ বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। পার্লামেন্ট চার্লসের রাজস্বনীতি অনুমোদন করতে অস্বীকার করায় চার্লস পার্লামেন্ট ভেঙে দেন।

এইভাবে এক সংঘাতের সূত্রপাত ঘটল, ১৬২৯ থেকে ১৬৪০—এই সুদীর্ঘ বারো বছর যেভাবে চার্লস পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই রাজত্ব চালিয়েছিলেন, তাতে এই সংঘর্ষের ক্ষেত্রটা আরও বিস্তৃত হয়। এই এগারো বছরের মধ্যে চার্লস একবারও পার্লামেন্টের সভা আহ্বান করেননি। অনেকে বলছেন এ হল 'Eleven Years Tyranny'; কেউ বলছেন চার্লসের 'Personal Rule'। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে এও মনে হয়েছে যে একটা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজসভার মাধ্যমে রাজার ব্যক্তিগত শাসনই স্বাভাবিক ছিল। এই এগারো বছরের তথাকথিত tyrannical রাজত্বে রাজশক্তি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, তাও নয়। স্থানীয় প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়ছিল। দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনে রাষ্ট্র বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাজসভায় শিল্পী এবং চিত্রকরদের কদর বেড়েছিল। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল প্রথম চার্লস একজন সফল রাজা। কিন্তু এই সাফল্যের অন্তরালে ছিল দুটো সমস্যা। প্রথমটা হল রাজার আর্থিক নীতি। পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজস্বের ঘাটতি পূরণের জন্য চার্লস নানা প্রক্রিয়ায় পরোক্ষ কর বাড়াতে অগ্রণী হলেন। যেমন ধরা যাক যে সমস্ত রাজকীয় বন ছিল, সেখানে কারোর অনুপ্রবেশ ঘটলে একটা বড় অঙ্কের টাকা জরিমানা হিসেবে ধার্য করা হচ্ছিল। কোনো অভিজাত বংশীয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে তার উত্তরসূরির ওপরে একটা মোটা নজরানা ধার্য করা হচ্ছিল। এগুলি সবই ছিল রাজার স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু যেহেতু বহুদিন ধরে এগুলির কোনো প্রয়োগ ঘটেনি, তাই নতুন করে এই ধরনের জরিমানা প্রচলন করার প্রচেষ্টা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ১৬৩৪-এর পর চার্লস এমন কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা সামাজিক বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত করেছিল। জাতীয় ভিত্তিতে তিনি Ship money আদায় করতে প্রবৃত্ত হন। Ship money হল এমন একটি কর, যা রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে দিতে হত; রাজকীয় নৌবাহিনী ভরণপোষণের প্রয়োজনে।

Scanned with CamScanner

পরবর্তীকালে ট্রেভর রোপারের এই বক্তব্য আরো পরিমার্জিত হয়েছে। কেভিন শার্প (Kevin Sharpe)-এর সম্পাদিত 'Faction and Parliament' এমনই একটি দৃষ্টান্ত। এখানে 'Court' ও 'Country'-কে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শার্প-এর মনে হয়েছে অভিজাত ও মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য বেশি বড় করে দেখা ঠিক নয়। ফলে রাজভক্ত ও পার্লামেন্টের অনুগামীদের সামাজিক ভিত্তিতেও বিশেষ কোনো তফাৎ তিনি দেখেননি। রাজা ও পার্লামেন্টের দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ ছিল চার্লসের কিছু সভাসদদের ভ্রান্ত নীতি। অনেকটা ক্ল্যারেন্ডনের বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি। আসলে 'Gentry' কথাটির মধ্যেই কিছু সমস্যা আছে। অনেকটা বাঙলার ভদ্রলোকদের মত। অভিজাত ও মধ্যবর্তী ভূস্বামী এই দুই ধরনের মানুষকে 'Gentry' বলা যেতে পারে। মার সামাজিক স্তরে যে তাঁরা পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল তাও হয়তো য়। এতদসত্ত্বেও আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক আনুগত্য বিশ্লেষণ করে যে গবেষণা হয়েছে, া থেকে অন্তত এটা স্পষ্ট হয় যে ভূস্বামীদের মধ্যে আয়ের তারতম্য ছিল। অপেক্ষাকৃত ম্পন্ন পরিবারগুলির রাজানুগত্য বেশি ছিল ; অন্যদিকে যাদের আয় অপেক্ষাকৃত কম এর ফলে যারা চার্লসের আর্থিক নীতিতে বিপন্ন বোধ করেছে তাদের রাজ-বিরোধিতা লে পার্লামেন্টের শক্তির উৎস। এরই মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র থাকতে পারেন। ন্তু তাতে প্রতিপক্ষদের সামাজিক বিন্যাসের ছবিটা বিশেষ কিছু বদলায় না।

এই রাজসভা ও সাধারণ মানুষের সংঘাতের একটি মতাদর্শগত ব্যঞ্জনাও ছিল, র ব্যাখ্যা সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক কাঁঠামোর মধ্যে মেলে। ইংল্যান্ডের ট্রীয় ব্যবস্থায় শহরগুলির ও কাউন্টিগুলির একটি নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল। এই অঞ্চলগুলির ঙ্গনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন শহর ও কাউন্টিগুলির সম্পন্ন মানুষেরা। এদের মধ্য কেই আঞ্চলিক প্রশাসনে রাজপদে নিয়োগ করা হত। এই আঞ্চলিক শাসনতান্ত্রিক তিষ্ঠানগুলি এক ধরনের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। যদিও এই আঞ্চলিক াসনিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ একেবারে ছিল না তা নয়। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের মধ্যে টানাপোড়েন আগেও ছিল। ১৬২০-র কে কাউন্টির প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা দেখলেন রাজসভায় বন্ধু না থাকলে, তারা রাজার র্থিক অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় রাজশক্তির ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ ঞ্চলিক স্তরে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, সেই প্রেক্ষিতে ভ্রষ্টাচারী ও অর্থগৃধ্নু রাজসভার রাধিতায় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা স্পৃহা গুরুত্ব পেয়েছিল। চার্লস যে নতুন নতুন চাপিয়েছিলেন, আঞ্চলিক নেতৃত্বের দৃষ্টিতে সেগুলি ছিল আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে কেন্দ্রীয় শক্তির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। রাজসভা ছিল এই রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রিকতার প্রতীক। এই

Scanned with CamScanner

প্রবণতার বিরুদ্ধে অঞ্চলগুলির সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ছিল দেশবাসীর বহুযুগ লালিত স্বাধীনতা ও প্রাচীন সংবিধানকে সুরক্ষিত করার পথ। প্রায় এক শতক আগে ফ্রান্সের হিউগেনট চিন্তাবিদ ফ্রাঁসোয়া হটম্যান প্রায় একই সুরে দেশবাসীর ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে অঞ্চলগুলির মুক্তি চেয়েছিলেন। তাঁর ভাবনায় ফ্রান্সের প্রাচীন সংবিধানে এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ছিল। আর এর এক শতক বাদে আঠারো শতকের ফ্রান্সের নিরঙ্কুশ রাজশক্তির সমালোচনায় ব্যারন মঁতেস্কু-র লেখায় ছিল এই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত থাকলেই দেশের জনগোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এ জাতীয় চিন্তা রাষ্ট্রভাবনার ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিকতার জন্ম দিয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাসের উৎস ছিল। John Morrill তাঁর Revolt of the Provinces গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে এই আঞ্চলিকতার প্রভাবে অনেক কাউন্টিতেই সাধারণ মানুষ রাজা ও পার্লামেন্টের সংঘাতে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছে। পার্লামেন্ট যুদ্ধ চালাতে গিয়ে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল, সেগুলি একই ধরনের অসন্তোষের জন্ম দেয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। কিন্তু 'Court' ও 'Country'-র সংঘর্ষের কল্পনায় যে দুটি ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রভাবনার বিরোধ জড়িয়েছিল, তা মনে রাখা প্রয়োজন। Anthony Fletcher-এর লেখা The Outbreak of The English Civil War (1981) এরও তাই বক্তব্য।

রাজসভা সম্পর্কে এই বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ রাজশক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিল। অনাচারের জন্য তারা প্রধানত দায়ী করেছিল ভ্রষ্টাচারী সভাসদদের। রাজসভা ও প্রজার এই সংঘাত হয়তো গৃহযুদ্ধের পথে যেত না যদি না ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি ভিন্ন স্তরের আদর্শের লড়াই এই সংঘাতের তীব্রতা না বাড়াত। ইংল্যান্ডের ধর্মসংস্কারের অসম্পূর্ণতা শুদ্ধবাদী পিউরিটান গোষ্ঠীগুলির পছন্দ হয়নি। অ্যাংলিকান ধর্মীয় ব্যবস্থা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের পাশাপাশি একটি উগ্রবাদী পিউরিটান গোষ্ঠী ছিল, যারা ক্যাথলিকদের মতই রাজপদে বঞ্চিত হতেন। এঁরা ধর্মীয় সংস্কারকে অ্যাংলিকানবাদী মধ্যপন্থায় সীমিত না রেখে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এই পটভূমিতে বিশপ উইলিয়াম লড যেভাবে ইংল্যান্ডের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ক্যাথলিক আচার অনুষ্ঠানের পুনর্বাসন দিতে অগ্রণী হন, তা জনমানসে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অনেকের সন্দেহ ছিল যে রাজসভা পোপবাদী পুনরুত্থানের পথ তৈরি করছে, যাতে ইংল্যান্ডের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা আক্রান্ত হতে পারে। লড নিজে বিশ্বাস করতেন পোপতন্ত্র খ্রিস্টবিরোধী নয়, সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত। এই বিচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে পোপতন্ত্রেরও সংস্কার সম্ভব। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী হিসাবে চার্চের অবস্থান এবং চার্চের মধ্যস্থতা ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে লডের অনুগামীরা পিউরিটান যাজকদের প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই লডপন্থী প্রতিক্রিয়া সফল মনে হলেও গোপনে পিউরিটান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই প্রচার অব্যাহত ছিল। পার্লামেন্টের সদস্যদের

Scanned with CamScanner

মধ্যেও অনেকে এই শুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী ছিলেন। একদল এলিজাবেথীয় ধর্ম মীমাংসার সমর্থক ছিলেন ; আর একটি গোষ্ঠী ছিল যারা অনেক বেশি উগ্রবাদী। লডের প্রভাবে পিউরিটানপন্থী যাজকদের অনেককে ইংল্যান্ডের চার্চের কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারের আদেশ দিলে, এঁরা রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের অনেকের বক্তব্য ছিল ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। কেউবা ভাবতেন চার্চকে জেনেভার ক্যালভিনবাদী চার্চের আদলে নতুন করে সংগঠিত করা প্রয়োজন। লডের প্রভাবে ইংল্যান্ডের চার্চের মধ্যে যে ভাবে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আঞ্চলিক স্তরে ধর্মীয় সংহতি বিপন্ন হয়েছিল। এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ ছিল ক্যালভিনবাদী পথে চার্চের সাংগঠনিক সংস্কার। আবার জেন্ট্রি ভূস্বামীদের ভয় ধরেছিল যে লডের নেতৃত্বে পোপবাদী প্রতিক্রিয়া যদি সফল হয় তা হলে অষ্টম হেনরির আমল থেকে যে সব চার্চের জমি তাদের হস্তগত হয়েছে, চার্চ রাজসভার সহায়তায় সেগুলি আবার অধিগ্রহণ করবে। একদিকে পোপবাদী পুনরুত্থানের ভীতি ও অন্যদিকে সংস্কারকে পূর্ণতা দেওয়ার আকাঙ্খা এই দুই ধরনের মানসিকতার প্রভাব পার্লামেন্ট-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মনাশের এহেন আশঙ্কা ও ভীতি গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে রাজা প্রজার সংঘাতের তীব্রতা বাড়িয়েছিল।

জন মরিল তাঁর 'The Nature of The English Revolution' গ্রন্থে গৃহযুদ্ধের ধর্মীয় পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন যে ১৬৪১-৪২ সালে রাজশক্তির প্রতি যে অবিশ্বাস রাজদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেছিল, তাতে সাংবিধানিক বিতর্কের চেয়ে ধর্মীয় সংঘাতের ভূমিকা অনেক বেশি ছিল। পার্লামেন্টের পিউরিটানপন্থী সদস্যদের অভিমত ছিল যে সদ্‌ধর্ম সুরক্ষিত করতে রাজার যে দায়িত্ব আছে চার্লস তা অবহেলা করেছেন। লড তাঁর ইচ্ছামতো চার্চকে পরিচালনা করছেন, অ্যাংলিকান নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে। বিশপ লডের ধর্মীয় নীতির প্রতি ঘৃণা ও চার্লসের 'tyrranny'-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এর বিকল্প ছিল চার্চের প্রশাসনে রাজার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে চার্চের নতুন করে সংস্কার। ফলে ১৬৩০-এর দশকে লডপন্থী যাজকেরা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। ১৬৪১-এর পর তাদের অনেকের ভাগ্যে পদচ্যুতি ও কারাবাস ঘটেছিল। অন্যদিকে পার্লামেন্টের অ্যাংলিকানবাদী সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রেই পিউরিটানপন্থী Dissenter-দের সম্পর্কে অনেক বেশি সহনশীলতা দেখিয়েছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই মতাদর্শের সংঘাত নিঃসন্দেহে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক বিভাজনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

১১.১.১ ... রাজনৈতিক বিতর্ক

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner